দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 21 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৪

বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের গোলটেবিল বৈঠকে বিশিষ্ট আলোচকগণ

ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও মাদ্রাসা শিক্ষার স্বকীয়তা রক্ষা ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট আয়োজিত 'প্রক্রিয়াধীন শিক্ষানীতি প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে আলোচকগণ বলেন, স্বাধীনতার তিন বছর পর গঠিত ড. কুদরত-ই খুদার শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট স্বাধীনতার আটত্রিশ বছর পর বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া শুরু থেকে যে কারণে সচেতন নাগরিক সমাজ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আসছে, সরকার বিভিন্ন পক্ষ, গোষ্ঠী, সংগঠন ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন পরামর্শ ও মতামত নেয়ার পরও প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির কোনরূপ সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন সর্বোপরি যুগোপযোগী না করে তার বিশেষ বিশেষ অংশের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দেশের সচেতন সমাজ শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপকে সন্দেহের চোখে দেখছে। তারা বলেন, শিক্ষামন্ত্রী একদিকে বলছেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে কোনরূপেই ধর্মীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করা হবে না, অন্যদিকে সরকার শিক্ষানীতির সংশোধনী প্রস্তাব প্রকাশ না করে বা শিক্ষানীতি চূড়ান্ত ঘোষণা না করে পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। তারা বলেন, ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক ছাড়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবে না।

গতকাল (বুধবার) বিকেল ৩টায় ঢাকা জাতীয় প্রেসক্লাবে সংগঠনের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মাওলানা এম এ মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ ন ম রইছ উদ্দীন, সাবেক সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর হারুন অর রশীদ, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের নেতা অধ্যাপক সেলিম ভূঁইয়া, বিশিষ্ট আইনজীবী এডভোকেট মোছাহেব উদ্দীন বখতেয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আবুল হোসেন, মাওলানা আজিজুল হক মুরাদ, অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু তালেব, অধ্যাপক আলহাজ্ব আব্দুল মোমেন, অধ্যক্ষ আবু জাফর, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের প্রেসিডিয়াম সদস্য আল্লামা আবদুল করিম সিরাজনগরী, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সৈয়দ আবু তালেব মো: আলাউদ্দীন, ইসলামী ফ্রন্ট নেতা সিরাজুল ইসলাম হারুন, মাওলানা সোলায়মান চৌধুরী, খাজা ফারুক আহমদ, এম এ মতিন, ফিরোজ আলম খোকন, অধ্যক্ষ মাওলানা আলী মোহাম্মদ চৌধুরী, এড. ইসলাম উদ্দীন দুলাল।

সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক স উ ম আব্দুস সামাদ-এর সঞ্চালনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচকরা আরো বলেন, প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষানীতিতে জাতীয় চরিত্রের কোন প্রতিফলন নেই। ধর্মীয় শিক্ষাকে চরমভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। তারা জঙ্গীবাদের জুজুর ভয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, এদেশের মানুষ, সরকার সকলেই জানে জঙ্গীবাদের আস্তানা কোথায়, কোন গোষ্ঠী বা মহল জঙ্গীবাদের সাথে জড়িত। সুতরাং ইসলামী শিক্ষাকে নয় বরং জঙ্গীবাদকে দমনে উদ্যোগী হতে হবে। বক্তারা সরকারের ভিতরে লুকিয়ে থাকা প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা বিরোধী মহল বিশেষের অপতৎপরতার ব্যাপারেও সতর্ক থাকার জন্য জনগণ ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বৈঠকে ইসলামী ফ্রন্টের পক্ষ থেকে প্রদত্ত লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, এফিলিয়েটিং ক্ষমতা সম্পন্ন প্রস্তাবিত ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় বাস্তবায়ন করে মাদরাসা শিক্ষার কার্যক্রমকে গতিশীলতা সৃষ্টির প্রস্তাবনাটি এই শিক্ষানীতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষার অস্তিত্ব না থাকলে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়বে কারা?

ঢাবি'র অধ্যাপক রইস উদ্দীন বলেন, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থা না হলে পশুত্ব তৈরীর শিক্ষা ব্যবস্থা হবে। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য ধর্ম বিরোধী। এদের দিয়ে ধর্ম শিক্ষা ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন সম্ভব না। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আমলের শিক্ষানীতিকে উপেক্ষা করে নবম দশম শ্রেণীতে ধর্মীয় শিক্ষা ঐচ্ছিক করা হয়েছে। উন্নত দেশেও নৈতিকতা শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। আর নৈতিকতা শিক্ষার উৎস হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষা কোরআন-হাদীস্ শিখে স্পেন সর্বোচ্চ শিক্ষার সূতিকাগারে পরিণত হয়েছিল। সারা বিশ্বে স্পেন ছিল অনুসরণীয়, এখনও তা বলবৎ আছে। মুসলিম দেশ বাংলাদেশে ললিতকলা আবশ্যিক করে ধর্মীয় শিক্ষা অপসারণ করার চক্রান্ত মেনে নেবে না।

লেঃ জেনারেল (অবঃ) হারুনুর রশীদ বলেন, বর্তমান সামাজিক অবস্থান থেকে দেশকে বের করতে আমাদেরকে ধর্মীয় নৈতিক বোধ সম্পন্ন মানুষে পরিণত হতে হবে। পরকালের চিন্তা মাথায় ঢুকাতে হবে। আর এটা সম্ভব ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা ভিত্তিক একটি জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সঠিক শিক্ষানীতি না থাকার কারণেই আজ বাংলাদেশ তথা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থা অস্তমিত সূর্যের মত। আমরা ইসলামকে সঠিকভাবে অনুসরণ এবং প্রয়োগ না করার কারণে আমাদের তথা মুসলমানদের আজকের পরিস্থিতি। ইসলাম ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতাবোধ তৈরী হবে এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে জাতির কল্যাণে অবদান রাখার মত শিক্ষিত মানুষ তৈরী করে। সুতরাং ধর্মীয় শিক্ষাবিহীন শিক্ষা ব্যবস্থা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায়না। জরুরী ভিত্তিতে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা ভিত্তিক একটি জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা জনসমক্ষে স্পষ্ট করে তা বাস্তবায়ন করা দরকার।

শিক্ষক নেতা সেলিম ভূঁইয়া বলেন, প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির খসড়া দলীয় ও ধর্মহীন শিক্ষানীতি বঙ্গবন্ধুর আমলের শিক্ষানীতিতেও ধর্মীয় শিক্ষাকে এভাবে উপেক্ষা করা হয়নি। প্রস্তাবিত ধর্মহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৭০ হাজার ধর্মীয় শিক্ষক ছাঁটাই হবেন। তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থায় কোন সুযোগ নেই। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত হলে, মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হলে, মাধ্যমিক শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষায় ছাত্র অনেক কমে যাবে, ফলে উভয় ক্ষেত্রে অনেক শিক্ষক ছাঁটাইয়ের শিকার হবে।

সভাপতির বক্তৃতায় মাওলানা আবদুল মান্নান বলেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে একটি জাতির জন্য কল্যাণকর শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করলে আমাদের সহযোগিতা থাকবে। অন্যথায় আমাদেরকে যথাযথ অবস্থানে যেতে বাধ্য করা হবে।